যায়যায়দিন

তারিখ ... 12-OCT 2008
পৃষ্ঠা - ৩ কলাম ২

পদ নিয়ে জবিতে শিক্ষকদের দু'গ্রুপের মনস্তাত্ত্বিক লড়াই

এম মামুন হোসেন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়োগ পাওয়া এবং প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ এখন তুঙ্গে রয়েছে, যদিও প্রশাসন থেকে বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে। ব্যাপারটিকে উস্কে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর পাঁচ দফা দাবি পেশ করেন।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, যেসব শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন গত ১ সেপ্টেম্বর পুরনো ঢাকার একটি চায়নিজ রেস্টুরেন্টে নিজেদের মধ্যে গোপন বৈঠক করার পরই শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরে। মূলত তখন থেকেই দুটি গ্রুপে বিভক্ত শিক্ষকরা প্রশাসনে নিজেদের অবস্থান তৈরির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, শিক্ষকদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক আবু ইউসুফকে আহ্বায়ক এবং সহযোগী অধ্যাপক কাজী আসাদুজ্জামানকে সদস্য সচিব করে প্রেষণে থাকা শিক্ষকদের একটি ফোরাম রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা ১ সেপ্টেম্বর গোপন বৈঠকে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমানকে আহ্বায়ক এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কাজী সাইফুদ্দীনকে সদস্য সচিব করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি গঠনের লক্ষ্যে ২২ সদস্যের একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেছে। বৈঠক সূত্রে জানা যায়, প্রতিষ্ঠানের সার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়াও বৈঠকে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যপদ; ডিন এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যানের মতো পদগুলোয় নিজেদের অবস্থান চান। এছাড়া বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম কেমন চলছে, একাডেমিক কার্যক্রমে কোথায় সমস্যা হচ্ছে এবং এগুলো সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষকে কী পরামর্শ দেয়া যায় মূলত এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

প্রসাশনে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা নাম গোপন রাখার শর্তে বলেন, কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে গোপনে বৈঠক বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দেয়। তাছাড়া

প্রশাসনে স্থবিরতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন শিক্ষকদের রাজনীতি বা এমন গোপন বৈঠক সমর্থন করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদ নিয়ে এ মুহূর্তে এমন বৈঠক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ২০০৫ অনুযায়ী ৫৬(৩) ধারায় বিলুপ্ত কলেজের শিক্ষকদের স্থায়ীকরণ না করে পাঁচ বছরের জন্য ডেপুটেশন দেয়া হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব গুরুত্বপূর্ণ পদে বর্তমানে প্রেষণে থাকা শিক্ষকরা রয়েছেন।

সম্প্রতি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে প্রভাষক থেকে শুরু করে অধ্যাপক পর্যন্ত প্রায় ৭০ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

১৮ সেপ্টেম্বরে সকাল সাড়ে ১০টায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. লুৎফর রহমান ও সদস্য সচিব ড. কাজী সাইফুদ্দীনের নেতৃত্বে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্তরা ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য আবু হোসেন সিদ্দিকের সঙ্গে দেখা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর সার্ভিস রুলস, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্ষদ পুনর্গঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংশোধনের বরাবর প্রস্তাব প্রকাশসহ পাঁচ দফা দাবি পেশ করেন।

প্রেষণে থাকা শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, লিয়েনে আসা শিক্ষকরা জবিতে এসে যোগ দিয়েছেন। তাদের পছন্দ হলে এখানে থাকবেন আর পছন্দ না হলে চলে যাবেন। বর্তমানে যেমন ছুটি নিয়ে এসে আগের বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন তেমনি ভবিষ্যতে জবি থেকে চলে গিয়ে সদ্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন।

এ ব্যাপারে প্রেষণে কিংবা সদ্য নিয়োগ পাওয়া কোনো শিক্ষকই প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাচ্ছেন না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পাওয়া এক শিক্ষক বলেন, প্রতিষ্ঠানটিকে কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নিত করার জন্য আইন ও প্রথা অনুযায়ী আমাদের মর্যাদা প্রদান করা হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো কলেজ শিক্ষকদের হাতে থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর ড. আবু হোসেন সিদ্দিক দু'গ্রুপের শিক্ষকদের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের কথা স্বীকার করে বলেন, জরুরি অবস্থায় এ ধরনের কোনো সংগঠন করার কোনো বিধান নেই এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্টও এ ধরনের কোনো সংগঠন করার অনুমতি দেয় না। তবে আমরা চাই উভয়পক্ষই সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টির উন্নয়নে কাজ করবে।